১২-০২-১৯ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - টিচার হলেন বিদেহী, তাই তোমাদের স্মরণের পরিশ্রম করতে হবে, এই স্মরণ করতে করতে যখন পরীক্ষা সম্পূর্ণ হবে, তখনই তোমরা ঘরে চলে যাবে"

প্রশ্ন :-- বাচ্চাদের স্মরণে থাকার পরিশ্রম করতে হবে, কোন্ ধোঁকাতে কখনোই তোমরা আসবে না ?

উত্তর :-- আত্মার সাক্ষাৎকার হল, ঝলমলে রূপে দেখলে - এতে কোনো লাভ নেই, এমন নয় যে সাক্ষাৎকারের দ্বারা বা বাবার দৃষ্টি পড়লেই পাপ মুক্ত হয়ে যাবে অথবা মুক্তি পেয়ে যাবে । তা কিন্তু নয় । এতে তো আরও ধোঁকায় থেকে যাবে । স্মরণের পরিশ্রম কর, এই পরিশ্রমেই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে । এমন নয় যে, বাবা দৃষ্টি দিলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে । তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে ।

ওম্ শান্তি । রুহানী বাবা বসে রুহানী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, তিনি পড়ান, যোগও শেখান । যোগ কোনো শক্ত কিছু নয় । বাচ্চারা যেমন পড়ে, যোগ তো তখন টিচারের সঙ্গেই থাকে যে, আমাদের অমুক টিচার পড়ান --- তার তুল্য বানানোর জন্য । লক্ষ্য বস্তু (এইম অবজেক্ট) তো থাকেই । তারা মনে করে যে, আমরা এই নির্দিষ্ট জায়গায় পড়ছি । এখানে টিচারকে বলা যাবে না যে, আমার সঙ্গে যোগ লাগাও । অটোমেটিক্যালি যিনি পড়ান, তাঁর সাথে যোগ লেগেই থাকে । সারাদিন তো তিনি পড়ান না । ওরা তো জন্ম - জন্মান্তর পড়ে এসেছে । অভ্যাস হয়ে যায় । কিন্তু ইনি কোনো দেহধারী টিচার নন । ইনি হলেন বিদেহী টিচার, যাঁর সাথে প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর তোমরা মিলিত হও । তিনি নিজেই বলেন, আমি তোমাদের দেহধারী টিচার নই, তাই তোমাদের এই স্মরণ স্থায়ী হয় না । নিজেকে আত্মা মনে করে স্মরণ করাতে হবে যে, আমাকে পরমপিতা পরমাত্মা টিচার পড়াচ্ছেন । যতক্ষণ না পরীক্ষায় পাস করছ ততক্ষণ টিচারকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে । স্মরণ করতে করতে যখন পরীক্ষায় পাস করে যাবে তখন ঘরে চলে যাবে । পরীক্ষা সম্পূর্ণ হলেই এই নাটক শেষ হয়ে যায় । তখন বাচ্চারা, তোমরা জানতে পার যে, আমাদের আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে যা আমাদের পালন করতে হবে । এও তোমরা এখন জানতে পেরেছ । পরে ওখানে তোমাদের মনে থাকবে না । এখানে তোমরা সম্পূর্ণ জ্ঞান পাও । টিচার বসেই সম্পূর্ণ জ্ঞান বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, যা তোমাদের বুঝতে হবে আর স্মরণেও রাখতে হবে । প্রতি মুহূর্তে বাবা বলেন - মনমনাভব । 'মনমনাভব'-র অর্থও আছে । বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, এই শব্দটি সঠিক । বাবা নিজেই বলেন যে, আমাকে স্মরণ কর তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে, এতে সময় তো লাগেই । নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে । পড়াতে যেমন অনেক বিষয় থাকে, যেমন - ইতিহাস, হিসেব - নিকেশ, বিজ্ঞান ইত্যাদি । ছাত্র বুঝতে পারে যে, আমরা কিভাবে পাস হব । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা এতো নম্বর নিয়ে পাস হব । নিজেকে দেখা উচিত যে, আমরা বাবাকে ভুলে যাই না তো ? অনেকেই লেখে যে, বাবা, মায়া বারেবারে ভুলিয়ে দেয় । মায়ার ঝড় অনেক আসে, ব্যর্থ চিন্তাও (বিকল্প) আসে । না বোঝার কারণে লেখে, বাবা, এতে পাপ লাগবে না তো ? বাবা বলেন, না, পাপ তখনই হবে যখন কর্মেন্দ্রিয়র দ্বারা বিকর্ম করবে ।

বাবা বারবার বোঝাতে থাকেন, বাচ্চাদের জ্ঞান তো আছেই, তারা এও জানে যে, বিষ্ণু আর কৃষ্ণের হাতে স্বদর্শন চক্র কেনো দেখানো হয়েছে । দেখানো হয় যে অকাসুর, বকাসুরকে মেরেছিল । এখানে মারার তো কোনো কথাই নেই । এ তো নিজের পাপ কাটার কথা । শিববাবাকেও তো স্বদর্শন চক্রধারী বলা হবে তাই না । ওঁনার তো সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান রয়েছে । আত্মা বাবার থেকে এই জ্ঞান পেয়েছে যে, এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘোরে । স্বদর্শন চক্র ধারণ করে নিজের পাপ ভস্ম করতে হবে । জ্ঞান ধারণ করে বাবাকে স্মরণ কর । বাবার স্মরণ করলেই বিকর্মের বিনাশ হয় । প্রত্যেকেরই নিজেদের জন্য পরিশ্রম করতে হবে । এমন নয় যে, বাবা বসে দৃষ্টি দেবেন আর পাপ কেটে যাবে । বাবা বসে এমন কাজ করেন না । এমনিতে তো তিনি সকলকেই দেখবেন কিন্তু দেখলে বা জ্ঞান দিলেই বিকর্ম বিনাশ হবে না । বাবা তো পথ বলে দেন যে, এমন – এমন কর, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । তিনি শ্রীমত দেন । আচ্ছা, মনে কর বাবা এলেন – আত্মা মনে করে আমাদের দেখলেন । এমন নয় যে এতে আমাদের পাপ কেটে যাবে, তা নয় । পাপ কাটে নিজেদের পরিশ্রমে । বাবা যদি বসে এমন করেন তাহলে এ তো এক ব্যবসা হয়ে গেল । বাবা বোঝান যে, তোমরা এমনভাবে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো । বাবা শ্রীমতের দানই করেন । পরিশ্রম নিজের করতে হবে । অনেকেই মনে করে অমুক সাধু – সন্ন্যাসীর দৃষ্টিই সব । কৃপা – আশীর্বাদ নিতে নিতে নামতেই থাকে । তারা কি কৃপা করবে ? তাঁরা তো তাঁদের ব্রহ্ম – মহাতত্বকেই স্মরণ করে । বাবা তো পরিষ্কার ভাবেই রাস্তা বলে দেন যে, এমন এমন করো । এমন গায়নও আছে যে – নগ্ন এসেছিলাম আবার নগ্নই যেতে হবে । এই গায়নও এই সময়েরই । বাবার ভার্সান আবারও ভক্তিতে কাজে আসে । বাবা এখন বলছেন যে – আমাকে স্মরণ কর তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । বাবা তো শ্রীমত দেন । ড্রামাতে এও তাঁর পার্ট । একেই সাহায্য বলো তোমরা, ড্রামা অনুসারে শ্রীমতের গায়নও আছে । বাবাকে মত দিতে হবে । তিনি বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো । এমন নয় যে তিনি সাহায্য করে কর্মাতীত অবস্থায় নিয়ে যাবেন । তা নয় । এতে সময় লাগে । অনেক পরিশ্রমও করতে হয় । নিজেকে আত্মা মনে করার খুব সুন্দর অভ্যাস করতে হবে । বাস্তবে মায়েরা অনেক সময় পায় । পুরুষের কাজের নেশা থাকে । বাচ্চারা, তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে করতে লটারী নিতে হবে । যাতে সমস্ত জং বের হয়ে যায় । অনেকে ভালো পুরুষার্থী এমন অনুভবও হয় । তারা চার্টও রাখে । ভক্তিতে যেমন দু – তিন ঘন্টা মানুষ আরাধনা করতে বসে যায় । বাণপ্রস্থী গুরু ইত্যাদি অনেকেই করে থাকে কিন্তু তাদেরও এতো স্মরণ করে না, যতটা দেবতাদের স্মরণ করে । বাস্তবে দেবততাদের স্মরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই, আর না দেবতারা কখনো তা শেখান ।

বাচ্চারা, তোমাদের জন্য নতুন কথা নয়, আর না লাখ বছরের কথা । বাবা তো তখনই আসেন যখন স্থাপনা আর বিনাশের কার্য আরম্ভ হয় । বাচ্চারা জানে যে, এই বিনাশ তো কল্পে কল্পে হয়ে থাকে । আগের কল্পেও হয়েছিলো । তোমরা এ কথাও লেখো যে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও এই বিনাশ হয়েছিল । বাবা তাঁর সাথে মিলনের যে পথ বলে দেন, এ কোনো নতুন কথা নয় । বাবা বলেন যে, আমি কল্পে কল্পে এসে তোমাদের পথ বলে দিই । বাচ্চারা, তোমরা জান যে, এ আমাদের রাজ্যের স্থাপন হচ্ছে । মানুষ যেই দেবতাদের পূজা করে, তাঁদের রাজ্য আবারও স্থাপন হচ্ছে । পাঁচ হাজার বছরের চক্র যা আবারও ঘুরতে থাকে । মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায় । সকলেই মায়ার মতে চলছে । রাবণকে কেন জ্বালানো হয় এর অর্থ কিছুই জানে না । তোমাদের নাম হল স্বদর্শন চক্রধারী । এ হল তোমাদের লক্ষ্য বস্তু (এইম অবজেক্ট) । বাবার মধ্যে যে জ্ঞান আছে তা তিনি আত্মাদের দিয়েছেন । ড্রামার চক্র যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তিনি এসে এই জ্ঞান দেন । বাবা এসেই এই কর্ম করা শেখান

। এরপর বাম মার্গে যেতে শুরু করলেই রাত শুরু হয়ে যায় । এরপর আমরা নীচে নামতেই থাকি । সুখ কম হয়ে যায় । বাবার বুদ্ধিতে যেমন সম্পূর্ণ চক্র আছে, তেমনি তোমাদের বুদ্ধিতেও সেই সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান আছে । বাকি তোমাদের পবিত্র হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয় । তোমরা এইজন্যই তাঁকে ডাকো যে, বাবা তুমি এসে আমাদের পতিতদের পবিত্র করো, এরপর জ্ঞানও তো চাই । তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে । বাবা আসেন বাচ্চাদের রাজযোগ শেখাতে । অন্য কাউকেই তিনি শেখাতে আসবেন না । মানুষ পতিত পাবন বাবাকে ডাকে -- বাবা, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও । এখন তোমরা পুণ্য আত্মা হচ্ছ । এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী আবারও রিপিট হচ্ছে । এ কতো গুহ্য কথা । মানুষ না আত্মাকে আর না পরমাত্মাকে জানে । আত্মা যে যেমন, তেমন তার পার্ট । তাও বাবাই বলে দেন । এ এক আশ্চর্য যে, ছোটো আত্মার মধ্যে কি কি পার্ট ভরা আছে । শুনেই রোমাঞ্চিত হয়ে যায় । কারোর আবার আত্মার সাক্ষাৎকার হয় । আত্মাকে ঝলমলে দেখা যায় কিন্তু তাতে কি লাভ ? এখানে তো যোগ লাগাতে হবে । মানুষ মনে করে, সাক্ষাৎকার হল আর মুক্তি পেলাম । পাপ ভস্ম হয়ে গেল । এ তো আরো ধোকাতে থেকে যায় । বাবা তো সব কথাই বুঝিয়ে বলেন । তিনি বলেন, তোমাদের আমি গুহ্য কথা শোনাই । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান আছে । ব্যস, বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করতে হবে । টিচারকেও স্মরণ করতে হবে আর নলেজকেও স্মরণ করতে হবে । এই স্মরণ করতে করতে ড্রামা অনুসারে তোমরা কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে । যেমন বস্ত্রহ অবস্থায় এসেছিলে, ঠিক তেমনই যেতে হবে । তোমরা দৈবী সংস্কার নিয়েই যাও । ওখানে কোনো জ্ঞান থাকে না । একেই বলা হয় সহজ স্মরণ । যোগ শব্দে মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায় । ওরা হল হঠযোগী । সহজ যোগ তো বাবাই শেখান । তোমরা আগে শুনেছিলে - গীতার ভগবান সহজ যোগ শিখিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে কেউ জানত না । একশো ভাগই ভুল বুঝিয়ে দিয়েছে, যাতে মানুষ পতিত হয়ে গেছে । অনেক মত তৈরী হয়েছে । যারা গৃহস্থ জীবনে থাকে তাদের জন্যই এই গীতা শাস্ত্র । তোমরা হলে প্রবৃত্তি মার্গের । আগে তোমাদের পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল এখন সবাই অপবিত্র হয়ে গেছে । এখন আবারও তোমাদের পবিত্র হতে হবে । বাবা হলেন চির পবিত্র । তিনি শ্রীমত দিতেই আসেন ।

বাবা বলেন যে, এই সময় সকলেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । প্রথমে সবাই সতোপ্রধান ছিল । আমরাও যেমন প্রথমে সতোপ্রধান ছিলাম তারপর তমোপ্রধান হয়েছি । যারাই প্রথমে আসেন, যেমন পোপ, পাদ্রী সকলেই প্রথমে সতোপ্রধান থাকেন তারপর অ্যাডিশন হতে হতে সম্পূর্ণ কল্পবৃক্ষ তমোপ্রধান হয়ে যায় । এখন তো জর্জরিভূত অবস্থায় রয়েছে । বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পার যে, আমরাই সতোপ্রধান ছিলাম আবার ক্রমানুসারে তমোপ্রধান হই । আবার সতোপ্রধান হতে হবে । ক্রমানুসারেই তোমরা হতে থাকবে । নাটকের নিয়ম অনুসারে । এই রকম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনেক কথাই আছে । বীজ যেমন জানে, কেমনভাবে গাছ বের হয় । এই মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের রহস্য বাবাই বুঝিয়ে বলেন । বাগানের মালিকও তো তিনিই । তিনি জানেন, আমার বাগান কত সুন্দর ছিল । বাবার তো জ্ঞান আছে, তাই না । কত ফার্স্টক্লাস ঈশ্বরীয় বাগান ছিল । এখন তো শয়তানের বাগান । রাবণ রাজ্যকে শয়তান বলা হয় । যেখানে সেখানে মহামারী লেগে আছে । এখন বাকি যেসব অ্যাটমিক বোম্ব রয়েছে, তাও তৈরী করে বসে আছে । সবাই বুঝতে পারে, এ কোনো রেখে দেওয়ার জিনিস নয়, এতে অবশ্যই বিনাশ হতে হবে । বিনাশ যদি না হয় তাহলে সত্যযুগ কিভাবে আসবে । এ তো সম্পূর্ণ পরিষ্কার কথা - যদিও দেখানো হয় - মহাভারী মহাভারতের লড়াই লেগেছিল, পাঁচ পাণ্ডব বেঁচে গিয়েছিল । তাঁরাও পরে মারা গিয়েছিল কিন্তু রেজাল্ট কিছুই নেই । এই নাটকও বানানো হয়েছে যা বাবা বসে বোঝান ।

ভারতকেই লুণ্ঠন করেছিল, এখন আবার রিটার্ন দিচ্ছে । পরের দিকেও দিতে থাকবে । এও তোমরা জানো যে, বিনাশে সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে । আমাদের যখন রাজ্য ছিল তখন অন্য কারও রাজ্যছিল না । হিস্ট্রি অবশ্যই রিপিট হবে । ভারত আবার স্বর্গ হবে । লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য আসবে । আমরা আবার এমন হবো । আর কোনো খন্ডের নাম সেখানে থাকবে না । এখন হল কলিযুগের অন্তিম সময়, এরপর লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব আসবে । আমরা আবার এমন হব । বাবা বলেন, আমি আসি রাজযোগ শেখাতে । কল্প - কল্প অনেকবার তোমরা মালিক হয়েছ । সারা বিশ্বে এদের রাজধানী ছিল । এরা অনেক জ্ঞানী । ওখানে ওদের উপদেষ্টা প্রমুখদের থেকে রায় নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই । এই নাটক বানানো আছে, আবার রিপিট হবে । কৃষ্ণের মন্দিরকে বলা হয় সুখধাম । শিববাবা এসে সুখধাম স্থাপন করেন । খ্রীষ্টানরা নিজেরাই বলে যে, ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে ভারতে স্বর্গ ছিল । প্রথমে এক ধর্ম ছিল তারপর অন্য ধর্ম এসেছে । বাচ্চাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত যে বাবা আমাদের কিভাবে বাদশাহী দেন । বাবা এসে ভক্তির ফল প্রদান করেন । এ কতো সহজ, কিন্তু তারাই বুঝতে পারবে যারা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে আগের কল্পে বুঝেছিল । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত ! ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) স্বদর্শন চক্র ধারণ করে নিজের পাপকে ভস্ম করতে হবে । নজরে রেখো -- কর্মেন্দ্রিয়র দ্বারা কোনো পাপ কর্ম যেন না হয় । কর্মাতীত হওয়ার স্বয়ং প্রচেষ্টা করো ।

২) সাক্ষাৎকারের আশা রেখো না । সাক্ষাৎকারে মুক্তি পাওয়া যায় না, পাপও কাটে না, সাক্ষাত্কারেও কোনো লাভ নেই । বাবা আর তাঁর জ্ঞানকে স্মরণ করলেই জং দূর হবে ।

বরদান :-- নিজেকে নিমিত্ত মনে করে ব্যর্থ সঙ্কল্প বা ব্যর্থ বৃত্তির থেকে মুক্ত থেকে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব

আমি বিশ্ব কল্যাণের কার্যে নিমিত্ত - এই দায়িত্বের কথা যদি স্মৃতিতে রাখো তাহলে কখনোই কারোর প্রতি বা নিজের প্রতি ব্যর্থ সঙ্কল্প বা ব্যর্থ বৃত্তি উৎপন্ন হতে পারবে না । দায়িত্ববান আত্মারা একটিও অকল্যাণকারী সঙ্কল্প করতে পারবে না । এক সেকেণ্ডও ব্যর্থ বৃত্তি আসবে না কেননা তার বৃত্তির দ্বারাই বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন হবে তাই সকলের প্রতি তার শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার সঙ্কল্প স্বত:ই থাকে ।

স্লোগান :-- অজ্ঞানের শক্তি হল ক্রোধ আর জ্ঞানের শক্তি হল শান্তি ।